প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা

বৈষম্যের প্রতিবাদে সারাদেশে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন আজ

এম এইচ রবিন
৩০ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

এক সময় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারত। এখন আর সেই সুযোগ থাকছে না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৫ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে। এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে কিন্ডারগার্টেন ও অন্যান্য বেসরকারি স্কুলে। তারা বলছে- এটা বৈষম্য। এতে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভাজন তৈরি হবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেছেন কিন্ডারগার্টেন মালিকরা। পাশাপাশি আজ বুধবার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবেন তারা। রাজধানীর মিরপুরের গোল্ডেন স্টার কিন্ডারগার্টেনের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র রাফি বলে, আমার পাশের বাসার রিফাত সরকারি স্কুলে পড়ে। ও পরীক্ষা দিতে পারবে, আমি পারব না। এটা অন্যায়। একই স্কুলের শিক্ষার্থী তাসফিয়া জানায়, শিক্ষকরা বলেছিলেন, ভালো করলে বৃত্তি পাব। এখন বলছে পরীক্ষাই দিতে পারব না। মন খারাপ হয়ে গেছে।

বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে পড়ানো এক অভিভাবক সালমা আক্তার বলেন, সরকারি স্কুলে জায়গা পাইনি, তাই মেয়েকে কিন্ডারগার্টেনে দিয়েছি। এখন বলছে সে বৃত্তি পাবে না। আমরা কি নাগরিক না? প্রাইমারি কেয়ার কিন্ডারগার্টেনের প্রধান শিক্ষক মেহেরুন নাহার বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা জাতীয় পাঠ্যক্রমে পড়ে। তাহলে তাদের আলাদা করা কেন? এতে ওদের মনে বৈষম্যবোধ জন্মাবে।

তিনি আরও বলেন, এই সিদ্ধান্ত আমাদের শিক্ষকদের মর্যাদাতেও আঘাত করেছে। আমরা যে শিক্ষার্থীদের তৈরি করি, তারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাবে না- এটা মানা কঠিন।

জ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নুরুন নবী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। শুধু সরকারি স্কুলে বৃত্তি রাখলে সেটা নীতিগত বৈষম্য। এতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষার মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল তৈরি হবে। এটা শিশুদের সমতাভিত্তিক বেড়ে ওঠাকেও ব্যাহত করবে। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, সরকারি স্কুলের মান বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষা উৎসাহের মাধ্যম হিসেবে থাকছে।

শিশু অধিকারকর্মী ও মনোবিজ্ঞানী রাশেদা পারভীন বলেন, একই বয়স, একই ক্লাস, একই বই। শুধু ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ার কারণে কেউ সুযোগ পাবে, কেউ পাবে না- এটা অপমানজনক। তিনি পরামর্শ দেন, সবার জন্য অভিন্ন পরীক্ষা রাখা হোক। দরকার হলে অঞ্চল বা আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কোটা রাখা যেতে পারে।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মো. মিজানুর রহমান সরকার বলেন, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ও শিক্ষাক্রম যাচাই করে বেসরকারি স্কুলগুলোকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হোক। অভিন্ন নীতিমালার ভিত্তিতে সমতার বৃত্তি পরীক্ষা চালু হোক। বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব রেজাউল হক বলেন, শিক্ষায় মান বাড়াতে হলে বিভাজন নয়, একীকরণ দরকার। কোনো শিশু যেন নিজেকে বঞ্চিত মনে না করে।